দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি অনিশ্চিত

রুহুল গনি জ্যোতি ঃ এ বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ থেকে ডিগ্রী পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের মাষ্টার্স ক্লাসে ভর্তির প্রশ্নে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এসব ছাত্র-ছাত্রীদের মাষ্টার্সে ভর্তির ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ৫৮২টি কলেজের অধিকাংশ কলেজেই মাষ্টার্স ডিগ্রী ক্লাস নেই। ফলে এ বছর ডিগ্রী পাস করা প্রায় ৫৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত কয়েক বছর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাস কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের মাষ্টার্স ক্লাসে ভর্তি না করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে বার বার আলোচনার পর গত বছর ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকেই পাস কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের মাষ্টার্স ক্লাসে ভর্তি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বছরের জন্য এই ভর্তি প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চালু রাখার অনুরোধ করে। অনুরোধ অনুযায়ী এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষের ডিগ্রী পাস ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি অনিশ্চিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মাষ্টার্সে ভর্তি করেছে। মাত্র ক'দিন আগে এই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর পরে আর পাস কোর্স চালু রাখতে আগ্রহী নয়। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মাষ্টার্স ডিগ্রীতে ভর্তির ব্যাপারে তাদের অপারগতার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। উক্ত চিঠিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যাতে অধিভুক্ত কলেজগুলোতে মাষ্টার্স ডিগ্রী চালুর মাধ্যমে ডিগ্রী পাস ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থা করে সেই অনুরোধ জানানো হয়।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গত বছর যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী পরীক্ষা নিয়েছিল, তাই ঐ পরীক্ষায় পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স ক্লাসে ভর্তির ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু এ বছর যেহেতু আমরা পরীক্ষা নেইনি, কাজেই মাষ্টার্স ডিগ্রীতে ভর্তির ব্যাপারে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা বা দায়-দায়িত্ব নেই।

তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনিতেই মাত্রাতিরিক্ত ছাত্রের চাপ। এই চাপের ফলে উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। সেশনজট কমানোর প্রচেষ্টা বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, পাস কোর্স তুলে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে বর্তমান চাপের প্রায় অর্ধেক কমে যাবে। যার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের উপরেও পড়বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী, শিক্ষক সংখ্যা তুলনামূলকভাবে এমনিতেই ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে কম। কাজেই অতিরিক্ত চাপ কমানো খুবই জরুরী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য একজন শিক্ষক জানান, পাস কোর্স তুলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স কোর্সের সীট সংখ্যা আরো বাড়ানো উচিৎ। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, বর্তমানে চাকরির ক্ষেত্রে পাস কোর্সের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। ফলে পাস কোর্সে মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জনকারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক বেশী। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবশ্যই বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন থাকতে হবে।

প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পাস কোর্সে মাষ্টার্সে ভর্তি হয়। দু'বছরের এই কোর্স সম্পন্ন করতে সেশনজটের কারণে প্রায় ৩ বছর সময় লাগে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের মোট তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পাস কোর্স চালু রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়- চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও পাস কোর্স তুলে দেয়ার চেষ্টা চলছে।

এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম এ বারীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজগুলোতে ভর্তির ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা চলছে। এ জন্যে কলেজগুলোর ছাত্রধারণ ক্ষমতা, শিক্ষক সংখ্যা, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে একটি জরিপ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গত বছর ডিগ্রী পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদেরই এখনো মাষ্টার্স ক্লাসে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেনি। এ বছর যারা পাস করেছে তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই হয়তো আরেকটি ব্যাচ ডিগ্রী পাস করে বের হবে। কাজেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে চেয়ে বসে থাকলে চলবে না। কলেজগুলোকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। কলেজে পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়াতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাস কোর্সে মাষ্টার্স ক্লাস তুলে দেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই ব্যাপারে আমার জানা মতে এখনো পুরোপুরি সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য খুব শীঘ্রই সরকার সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করবেন। উক্ত বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।